চট্টগ্রাম

কারাগারে কয়েদি নির্যাতন

মনোয়ারা বেগম জয়া, *চট্টগ্রাম থেকে*

সন্ত্রাস ও সন্ত্রাসীদের কর্মকান্ড কারাগারেও ছড়িয়ে গেছে। চট্টগ্রাম কারাগার তার একটি প্রকৃস্ট উদাহরন। এই কারাগারের অভ্যন্তরে সন্ত্রাস, দুর্নীতি, অনিয়ম বন্ধ না হওয়ার পেছনে কিছু সুনির্দিষ্ট কারণ রয়েছে। সদ্য কারামুক্ত কয়েকজন ক্ষোভের সঙ্গে জানান, 'কারাগারের অভ্যন্তরে প্রতিটি ওয়ার্ডে ম্যাট, রাইটার পাহারাদারের দায়িত্ব থাকে হাজতি ও কয়েদিরা। এরা জেল প্রশাসনের সঙ্গে আর্থিক চুক্তি সম্পাদন করে এসব পদবিগুলো অর্থের বিনিময়ে কিনে নেয়। আর অর্থের বিনিময়ে যেহেতু পদবিগুলো ক্রয় করে থাকে সে জন্য এরা নতুন হাজতি বা কয়েদি এলে তাদের ওপর অর্থের জন্য চাপ প্রয়োগ করে। এমন কি মানসিক ও শারীরিক নির্যাতন শুরু করে অর্থের জন্য। এ জন্য ভুক্তভোগীদের কোনো অভিযোগ কারা কর্তৃপক্ষ শোনেন না বা দেখেও না। এরকম একটি লিখিত অভিযোগ করেন ২০/৩০ জন সদ্য কারামুক্ত ব্যক্তি চট্টগ্রাম ক্রাইম রিপোর্টার্স ইউনিয়নের বরাবরে ।

সরেজমিন তদন্তের উদ্দেশ্যে চট্টগ্রাম কারাগারের জেলার শাহজাহান ও জেল সুপার বজলুর রশিদের সঙ্গে আলাপকর করলে তারা প্রতিবেদককে বলেন, 'হাজার সমস্যায় জর্জরিত চট্টগ্রাম কেন্দ্রীয় কারাগার। সব সমস্যার সমাধান ইচ্ছা করলেই জেলার ও জেল সুপার সমাধান করতে পারেন না।' কারাগারের অভ্যন্তরের সমস্যা সম্পর্কে এক প্রশ্নের জবাবে জেলার বলেন, 'কিছু কিছু ম্যাট রাইটার আছে যারা অশিক্ষিত এবং বিভিন্ন সন্ত্রাসী ঘটনার সংঙ্গে যুক্ত ও খুনের মামলার আসামি। ওরাই বিশেষভাবে নতুন হাজতিদের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করে এবং অর্থের জন্য চাপ প্রয়োগ করে বলে শুনেছি। তবে কেউ অভিযোগ করে না বলে আমরাও জেল কোড হিসেবে তাদের বিরুদ্ধে আইনত ব্যবস্থা নিতে পারি না। প্রতিদিন জেল কোড হিসেবে কেস টেবিলে হাজতি কয়েদি যারা অপরাধ করছে তাদের বিচার করছি এবং সমস্যার সমাধানও করছি।'

উল্লেখ্য, ১১৮ বছরের পুরনো চট্টগ্রাম কারাগারের ধারণ ক্ষমতা ১০০০/১২০০ হলেও বর্তমানে চট্টগ্রাম কারাগারে ৬ হাজার ৩০০ মতো বন্দি দুর্বিষহ জীবনযাপন করছে। এদের মধ্যে নিরাপত্তা হেফাজতে বছরের পর বছর বন্দি জীবন কাটাচ্ছে ১৮ কিশোরী। কারাগারের ভেতরে ৪০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতালে প্রতিদিন গড়ে রোগী থাকে ১০০ জন। অথচ এই ১০০ রোগীর জন্য ডাক্তার আছেন দুই জন। মহিলা বন্দিদের জন্য কোনো মহিলা ডাক্তার নেই। যার কারণে হাজতি কয়েদিরা বিভিন্ন মারাত্মক রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়েছে বলে খোদ জেলার ও জেলা সুপারের অভিমত।। জনবল সংকটের কারণে দীর্ঘদিন ধরে কারাগারের সঠিক ব্যবস্থাপনা সম্ভব হচ্ছে না। কারাগারে কর্মকর্তা-কর্মচারী মিলিয়ে মোট ৩৬২টি পদের মধ্যে অধিকাংশই শূন্য রয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে পানি ও বিদ্যুতের হাহাকার, পয়ঃনিষ্কাশন সমস্যা নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার।

এক তদন্ত প্রতিবেদনে চট্টগ্রাম জেলা কেন্দ্রীয় কারাগারের এই নাজুক চিত্র ফুটে ওঠে। সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা যায়, বন্দির সংখ্যা বৃদ্ধির কারণে চট্টগ্রাম কেন্দ্রীয় কারাগারের কাজ শেষ হলেও আনুষঙ্গিক সামান্য কাজ সম্পন্ন না হওয়ায় সেটি ব্যবহার শুরু করা যাচ্ছে না। তদন্ত প্রতিবেদন সূত্রে জানা যায়, ১৮৮৫ সালে দুইটি তিনতলা দুইটি দোতলা ভবন নিয়ে চট্টগ্রাম জেলা কারাগারের যাত্রা শুরু হয়। বিগত সরকার তাদের মেয়াদের শেষদিকে কেন্দ্রীয় কারাগার হিসেবে ঘোষণা দিলেও কেন্দ্রীয় কারাগারের কোনো কাঠামোই এ পর্যন্ত এখানে গড়ে ওঠেনি। নিয়োগ করা হয়নি (ডিআইজি) প্রিজন, এখনো কুমিল্লা কেন্দ্রীয় কারাগারের (ডিআইজি) প্রিজনের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হচ্ছে। ফলে নাম পরিবর্তন হওয়া ছাড়া অন্য কোনো পরিবর্তনের ছোঁয়া এখনো লাগেনি। চট্টগ্রাম কারাগারে এমনও বন্দি আছে যারা দীর্ঘ ৪/৫ বছরের বেশি সময় ধরে মামলা বিচারাধীন থাকায় কারাগারে আটক রয়েছে। অথচ তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণিত হলে সর্বোচ্চ ২/৩ বছর শাস্তি হবে। চট্টগ্রাম কারা কর্তৃপক্ষ ও হাজতি কয়েদিরা চট্টগ্রাম কারাগারে আবাসন সমস্যাকে উল্লেখযোগ্য সমস্যা বলে দাবি করেছেন। কারণ আবাসন সমস্যার কারণে হাজতি কয়েদি রাতে ঘুমাতে পারছে না। আবাসন সমস্যা সমাধান হলে বা নতুন করে অদূরে একটি ভবনের কাজ শুরু হলে সমস্যার অনেকাংশে সমাধান হবে। তাছাড়া কারাগারের হাসপাতালে ৪০ শয্যা বিশিষ্ট বেডে গড়ে প্রতিদিন রোগী থাকে ১০০ জন।

চট্টগ্রাম কারাগারের বাইরের দেখার ঘরে চলছে নানা অনিয়ম, ৭০/৮০ টাকা করে স্পেশাল টিকেট কাটার পরও আগতরা ঠিকমতো দেখা করতে পারে না আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে। প্রতিদিন ১০০/২০০টি স্পেশাল টিকিট বিক্রি হয়। সব অর্থই জেলার ও কারা কর্তৃপক্ষ ভাগবাটোয়ারা করে নেয় বলে অভিযোগ আছে। কারাগারের একজন হাজতি বা কয়েদির জন্য নিরাপদ আশ্রয়স্থল বলে সাধারণ মানুষ বাইরে থেকে জানতে পারে। কিন্তু কারাগার যে একজন হাজতি বা কয়েদির জন্য কতবড় যন্ত্রণার তা কারাগারে প্রবেশ না করলে বোঝা মুশকিল।

অভিমত

পাঠকের লেখা ফিচার, প্রতিবেদন, অভিজ্ঞতার কথা বা মতামত নিয়মিত ছাপা হবে এই বিভাগে।

আপনিও লিখতে পারেন।

তবে লেখার বিষয় বস্তু আকর্ষনীয় ও তথ্য ভিত্তিক হওয়া বাঞ্চনীয়।

লেখার কলেবর যতটা সম্ভব ছোট রাখবেন। তাহলে ছাপার জন্য মনোনিত হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকবে।

সম্ভব হলে লেখার সঙ্গে ছবি ও প্রামাণ্য কাগজ পত্র পাঠাবেন।

লেখা পাঠানোর ঠিকানা

অভিমত
সাপ্তাহিক ২০০০
৯৬-৯৭ নিউ ইস্কাটন রোড
ঢাকা-১০০০
ফোন : ৯৩৫০৯৫১-৩
ই-মেইল: info@shaptahik2000.com